রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৩ সনের ১৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৫, ২০১৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০১—৩০৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৩১—৫৪৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫—৬৮
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৪৩—৫৬৩

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৫—২৬
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ চৈত্র ১৪১৯/০৩ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৫.১২-২২১—যেহেতু, জনাব রুহুল আমিন পলাশ (১৬১৩৯), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা গত ১০-০৪-২০১১ তারিখ হতে ১৩-০৪-২০১১ পর্যন্ত ০৪(চার) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণ করে ০৭-০৪-২০১১ তারিখ কর্মস্থল ত্যাগ করে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "ডিজারসন (Desertion)" এর অভিযোগে ০৮-০৩-২০১২ তারিখ বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব রুহুল আমিন পলাশ (১৬১৩৯) ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য বেগম শামীমা ইয়াসমিন, উপ-সচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৮-০৮-২০১২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং এতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারসন (Desertion)" এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারসন (Desertion)" এর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধিতে বর্ণিত গুরুদণ্ড "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৩০-১০-২০১২ তারিখ তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" গুরুদণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে ২২-১১-২০১২ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হলে কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব রুহুল আমিন পলাশ (১৬১৩৯) কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (সি) এর আওতায় জনাব রুহুল আমিন পলাশ (১৬১৩৯) কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। প্রস্তাবিত উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব রুহুল আমিন পলাশ (১৬১৩৯), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারসন (Desertion)" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩) (সি) মোতাবেক তাঁকে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪১৯/১৪ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৯৩.১০-৩১১—যেহেতু, আপনি জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার (৫৪৩৭), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত তজুমুদ্দিন থানার মামলা নং ৪(৫)১০, ৫(৫)১০, ৬(৫)১০, ৭(৫)১০, ৮(৫)১০, ৯(৫)১০, ১০(৫)১০, ১১(৫)১০,১২(৫)১০, ১৩(৫)১০ ও ১৪(৫)১০ মোট ১১ (এগার) টি মামলার তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে এবং বর্তমানে মামলাগুলো বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, বরিশালে বিচারাধীন রয়েছে;

সেহেতু বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুসারে আপনি জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার (৫৪৩৭) কে সরকারি চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে আপনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

বিধি-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১১ চৈত্র ১৪১৯/২৫ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১২-৮১—নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচী অনুসারে ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ উপলক্ষে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এলাকাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে ভোটের দিন ২৮ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ/১৪ চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ তারিখ বৃহস্পতিবার টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা পৌরসভার এলাকায় সাধারণ ছুটি (টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা পৌরসভার এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে) ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৯/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৩-৯১—যেহেতু, জনাব খন্দকার মোঃ নাহিদ হাসান (পরিচিতি নম্বর ১৬০১৩), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভালুকা, ময়মনসিংহ, বর্তমানে সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ভালুকা উপজেলার মেহেরবাড়ী মৌজার এস.এ. ৭৪ নং দাগের ভূমির মধ্যে ১৭৫ নং খতিয়ান না থাকা সত্ত্বেও উক্ত (১৭৫নং) খতিয়ান অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বিষয়টি তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করেননি, কিংবা দায়ী সংশ্লিষ্টদের

কারন দর্শাননি কিংবা ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট কোর্টে প্রতিবেদন প্রেরণ করননেনি এবং উক্ত খতিয়ান বহাল রাখার মানসে জনৈক সিরাজ উদ্দিন মন্ডল এর কাছ থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করেছেন যার ফলশ্রুতিতে গত ২৭-১২-২০১১ তারিখ উপজেলা ভূমি অফিস, ভালুকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা সংঘটিত হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ (Misconduct) ও দুর্নীতি (Corruption) এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিতে অভিযোগ গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০২-০১-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১২-১০ নম্বর স্মারক যোগে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০১-২০১৩ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করলে গত ১৮-০২-২০১৩ তারিখ তাঁর প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব খন্দকার মোঃ নাহিদ হাসান (১৬০১৩) তাঁর প্রদত্ত লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তাঁর অবস্থান, এ সময়কার প্রতিকূল অবস্থা ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, তথ্য প্রমাণ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র, ঘটনার বিশ্লেষণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ভালুকা উপজেলায় মাত্র সাড়ে তিন মাস সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কাজ করেছেন। এ সময়ের মধ্যে উক্ত ১৭৫ নং খতিয়ানটি যে তঞ্চকতাপূর্ণভাবে সৃজিত তা তিনি উদঘাটন করেছেন। বাইরের বিভিন্ন চাপ থাকার পরও তিনি উক্ত কর্মস্থলে যোগদানের অনেক পূর্বে সৃজিত কথিতখতিয়ানের জরিপের যৌথ প্রস্তাবে স্বাক্ষর না করে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাজ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এজন্য সংক্ষুব্ধ হয়ে বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি যখন তাঁর কার্যালয় ঘেরাও করেছেন এবং তাঁকে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি তখন উপজেলা বা জেলা প্রশাসন তাঁকে উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদান করতে বা দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেননি, এমনকি বাইরের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থাও নেয়নি। জনৈক সিরাজ উদ্দিন মন্ডল এর কাছ থেকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কথিত অবৈধ অর্থ গ্রহণের কোন নির্ভরযোগ্য ও তথ্য নির্ভর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁর এ কর্মস্থলে স্বল্পকালীন দায়িত্ব পালন এবং শেষের দিকের কর্মদিবস গুলোতে স্থানীয় লোকজনের কারণে তাঁকে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করতে না দেয়া ইত্যাদি কারণে তিনি কথিত ১৭৫ নং খতিয়ান সৃজন বা যৌথ জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুতে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারা বা উক্ত খতিয়ান বাতিলের ব্যবস্থা নিতে না পারার যে ব্যখ্যা প্রদান করেছেন প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তা যুক্তিযুক্ত মর্মেই প্রতীয়মান হয়। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় জনাব খন্দকার মোঃ নাহিদ হাসান (১৬০১৩) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও দুর্নীতি (Corruption) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় মর্মে প্রতিয়মান হয়।

এমতাবস্থায়, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় জনাব খন্দকার মোঃ নাহিদ হাসান (১৬০১৩), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও দুর্নীতি (Corruption) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ফাল্গুন ১৪১৯/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৬.১২-১৩৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মতিন (৫৮১৪), দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম এ চার্জ অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকলীন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হল, প্রথমতঃ নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানাধীন চরলক্ষী মৌজার ৭২৪৬/২০০০ ও ৭২৪৭/২০০০ নম্বর আপীল কেসে জনাব আমিনুল্লাহ গং এর অনুকূলে রেকর্ড না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নামে উল্লিখিত মৌজার ১২২৬, ১২২৭ ও ১২২৮ খতিয়ান ১৮-০২-২০০৯ তারিখ স্বাক্ষর করে হস্তান্তর করা, দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট আপীল মামলার কেস নথি ও ভলিউমের রেকর্ডপত্র ঘষামাজা ও ফ্লুয়িড লাগানো অবস্থায় পাওয়া এবং ফলে বর্ণিত আপীল মামলা দুটোতে প্রদত্ত রায় ও সরবরাবকৃত খতিয়ানে মিল না থাকা এবং তৃতীয়তঃ সংশোধিত পর্চাটি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এর অধীনে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৬-২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮২.০২.০০৪.১০-৫১৮ নম্বর স্মারক-মূলে তাঁকে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি ০২-০৭-২০১২ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২০-০৯-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানী অন্তে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ২৭-০৯-২০১২ তারিখে বেগম সেফিনা বেগম (৫৮০৯), উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ০২-১২-২০১২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ অর্থাৎ ১২২৬, ১২২৭ ও ১২২৮ খতিয়ানে ১৮-০২-২০০৯ তারিখে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সাথে অভিযুক্তের অন্যান্য দাপ্তরিক নথিপত্রাদিতে প্রদত্ত স্বাক্ষরের হুবহু মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অভিযোগে বর্ণিত আপীল মামলার রায় পরিবর্তন করা হয়েছে মর্মে তার সাথে ঘটনার সময় অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ও সম্পৃক্ত সরকার পক্ষীয় স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য হতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ভলিউমের রেকর্ড ঘষামাজা ও ফ্লুয়িড লাগানোর অংশটুকু প্রমাণিত হয়েছে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা, তদন্ত প্রতিবেদন, উভয়পক্ষের বক্তব্যসহ সাক্ষ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ আবদুল মতিন (৫৮১৪), এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর "০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার (Withholding of one increment for one year)" লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মতিন (৫৮১৪), চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর "০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার (Withholding of one increment for one year)" লঘুদণ্ড আরোপ করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪১৯/০৫ মার্চ ২০১৩

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৯.২০১২-৯৬—যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (১৫৪০৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা বর্তমানে চার্জ অফিসার হিসাবে পদায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত, গাইবান্দা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকলীন ২৬ মার্চ ২০১২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচীতে নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-১২-২০১২ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০০.০২.০০৯.২০১২-৫৮৫ নং স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (১৫৪০৬) কারণ দর্শানোর জবাবে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করলে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯-০২-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনাসহ ঘটনা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উদ্ভুত আইন শৃংখলা পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত সাধারণ জনগণসহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ হতে বিরত ছিলেন। অবিযুক্ত কর্মককর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় না;

সেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (১৫৪০৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা বর্তমানে চার্জ অফিসার হিসাবে পদায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪১৯/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৯১.১২-২৩৩—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য উপসচিব জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমিন (পরিচিতি নম্বর ৪৭৮২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকলীন গত ০৪ ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ সোমবার বিকাল ০৫.১৫ টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল সেন্টার, চট্টগ্রামে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ....রাজিউন)।

২। মরহুম মোহাম্মদ নুরুল আমিন ০১ ডিসেম্বর ১৯৬২ তারিখ কক্সবাজার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সনে এম. এস. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখ উপসচিব পদে পদোন্নতি পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোহাম্মদ নুরুল আমিন দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও মিষ্ঠভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও চার পুত্রসহ বহু আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোহাম্মদ নুরুল আমিন এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা-১৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪১৯/০৫ মার্চ ২০১৩

নং শাঃ ১৯/চঃ প্রঃ প্রঃ বিঃ-১/২০১৩/৮৭—চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ এর ১২(১) ধারা মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিন ও ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ রফিকুল আলম কে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি বর্তমান পদের বেতন-ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) এই নিয়োগ আদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী
উপ-সচিব (বৃত্তি)।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৮ জানুয়ারি ২০১৩

নং ৩২.০১.০০০০.০৫৬.১৫.০০৪.০৫(১)৩৪—আমি আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-৪-২০১১ তারিখের ০৫.১৫৯.০১৫. ৩২.০০.০০২.২০১১-১৩৪ নং সম্মতিপত্র, অর্থ বিভাগের ২১-১১-২০১১ তারিখের ০৭.১৫৪.০১৫.৩২.০৮.০০৭.২০১১-৪৪৩, ২৬-১২-২০১১ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.৩২.০০৫.১১-২৩৮ ও ২৩-১০-২০১২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.৩২.০০৫.১২-২৩৯ নং সম্মতিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৯-১-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "মা ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অব্যাহতভাবে কর্মরত জনবলসহ নিম্নোক্ত ২০ (বিশ) টি পদ ধারাবাহিকভাবে ১-৭-২০০৬ তারিখ হতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	নির্ধারণকৃত বেতন স্কেল' ২০০৯	শর্ত/মন্তব্য
(১)	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট-০১টি	টাঃ ১১০০০—২০৩৭০ (৯নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে।
(২)	সিনিয়র প্রশিক্ষক (পোল্ট্রি-ডেইরী)-০১ টি	টাঃ ১১০০০—২০৩৭০ (৯নং স্কেল)	পদটি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রশাসনিক-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট অফিসার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডে-কেয়ার অফিসার ও সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা পদ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে।
(৩)	ট্রেড প্রশিক্ষক-০২ টি	টাঃ ৫৫০০—১২০৯৫ (১৩নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে।
(৪)	হিসাব রক্ষক-কাম-উচ্চমান সহকারী-০১টি	টাঃ ৫২০০—১১২৩৫ (১৪নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে।
(৫)	কম্পিউটার অপারেটর-০১টি	টাঃ ৫৫০০—১২০৯৫ (১৩নং স্কেল) টাঃ ৬৪০০—১৪২৫৫ (১১নং স্কেল) (বিভাগীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সাপেক্ষে ১১ নং স্কেল প্রাপ্য)	পদটি দি কম্পিউটার পার্সোনেল (গভঃ এন্ড লোকাল অথরিটিজ) রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮৫ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে।
(৬)	হোস্টেল মেট্রন-০১টি	টাঃ ৫২০০—১১২৩৫ (১৪নং স্কেল)	স্নাতক ডিগ্রী পাস।
(৭)	স্টোর কিপার-০১টি	টাঃ ৫২০০—১১২৩৫ (১৪নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে।

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	নির্ধারণকৃত বেতন স্কেল' ২০০৯	শর্ত/মন্তব্য
(৮)	গাড়ী চালক-০১টি	টাঃ ৪৭০০—৯৭৪৫ (১৬নং স্কেল) টাঃ ৪৯০০—১০৪৫০ (১৫নং স্কেল) (ভারী গাড়ী চালনার লাইসেন্স থাকা সাপেক্ষে ১৫নং স্কেল প্রাপ্য)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে।
(৯)	ইলেকট্রিশিয়ান-০১টি	টাঃ ৪৭০০—৯৭৪৫ (১৬নং স্কেল)	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে এস,এস,সি, পাসসহ বিদ্যুৎ-এ ট্রেড কোর্স পাস (সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী)।
(১০)	বাবুর্চি-০১টি	টাঃ ৪২৫০—৮১৪০ (১৯নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে। তবে শর্ত থাকে যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের ২১-১১-২০১১ তারিখের ৪৩৩নং সম্মতিপত্রের 'জ' অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী পদটি শূন্য হলে তা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
(১১)	সহকারী বাবুর্চি-০১টি	টাঃ ৪১০০—৭৭৪০ (২০নং স্কেল)	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ ন্যূনতম ৮ম শ্রেণীসহ সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা।
(১২)	দারোয়ান-০৪টি	টাঃ ৪১০০—৭৭৪০ (২০নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে। তবে শর্ত থাকে যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের ২১-১১-২০১১ তারিখের ৪৩৩নং সম্মতিপত্রের 'জ' অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী পদটি শূন্য হলে তা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
(১৩)	এম.এল.এস.এস-০২টি	টাঃ ৪১০০—৭৭৪০ (২০নং স্কেল)	পদটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পূরণ সাপেক্ষে। তবে শর্ত থাকে যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের ২১-১১-২০১১ তারিখের ৪৩৩নং সম্মতিপত্রের 'জ' অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী পদটি শূন্য হলে তা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
(১৪)	(ক) পোল্ট্রি কর্মী-০১টি (খ) ডেইরী কর্মী-০১টি	টাঃ ৪১০০—৭৭৪০ (২০নং স্কেল)	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে এস,এস,সি পাস।

শর্তাবলী ঃ

(ক) উপরে বর্ণিত ২০(বিশ)টি পদ বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১-৭-২০০৬ তারিখ হতে ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হ'ল যা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। যে সব পদ নিয়োগবিধিতে নেই সে সব পদ নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) সুপারিশকৃত পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আরোপিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

(গ) পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সকল আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

(ঘ) এ বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) প্রশাসনিক সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'মশালচি' পদটি 'সহকারী বাবুর্চি' হিসেবে পরিবর্তিত করে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(চ) স্থানান্তরিত সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ' বিষয়ে নতুন এস.আর.ও জারী করা হবে।

(ছ) সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনসহ যাবতীয় অফিস সরঞ্জামাদি সরকারি বিদ্যমান বিধি/নির্দেশাবলী মোতাবেক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(জ) জাতীয় বেতন স্কেল' ২০০৯ এর আওতায় পদসমূহ স্থানান্তর করা হ'ল। বেতনস্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ বাস্তবায়ন শাখা-২ এর স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৬২.৩২.০০৫.১১-২৩৮, তারিখ ২৬-১২-২০১১ ও ২৩-১০-২০১২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.৩২.০০৫.১২-২৩৯ এ প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক প্রদর্শন করা হ'ল।

(ঝ) বাবুর্চি-০১টি, সহকারী বাবুর্চি-০১টি, দারোয়ান-০৪টি, এম,এল,এস,এস-০২টি ও পোল্ট্রি কর্মী (০১), ডেইরী কর্মী (০১) এর ২টি পদ স্থানান্তর হওয়ার ফলে স্থানান্তরিত লোকবল দ্বারা পূরণ হওয়ার পর তাঁদের অবসর গ্রহণ বা অন্য কোন কারণে পদগুলো শূন্য হলে তা Out Sourcing এর মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

(ঞ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত ৩-৫-২০০৩ তারিখের মপবি/পঃবিঃশাঃ/তপগ-১১/২০১১-১১১ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণপূর্বক এ আদেশ জারী করা হলো এবং পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ অনুসরণ করা হবে।

(ট) এ আদেশ জারীর পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

কোহিনূর নাহার
সহকারী সচিব।